দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 07 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

33

বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রধান বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দীন আহমেদ নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়ায় ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম তালুকদার রিসাত এ ভূইয়া ছিলেন বিখ্যাত সমাজকর্মী ও এলাকার জন-হিতৈষী ব্যক্তি। বিচারপতি জনাব শাহা-বুদ্দীন আহমেদ ঢাকায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) ও ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং লাহোরে সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে প্রশিক্ষণ শেষে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ডে লোক প্রশাসন সংক্রান্ত একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি গোপালগঞ্জ ও নাটোরে মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। নাটোরে মহকুমা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পাল-নকালে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য নাটোর মহকুমা দেশের সর্বোত্তম প্রশাসিত মহকুমাগুলোর অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়।

তিনি ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিলেন। সেখানে রাজস্ব ও ল্যান্ড সেটেলমেন্ট বিষয়াদি দক্ষতার সঙ্গে ব্যব-স্থাপনার জন্য তিনি রাজস্ব বোর্ডের, বিশেষ করে, বোর্ডের সিনিয়র সদস্য মিষ্টার হ্যাচ বার্নওয়েলের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৬০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক কর্তব্যে নিয়োজিত একজন নৌবাহিনী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত যৌথ তদন্ত আদালতের সদস্য হন।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ ১৯৬০ সালের জুন মাসে বিচার বিভাগে যোগ দেন এবং ঢাকা ও বরিশালে অতি-রিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭২ সালের ২০শে জানুয়ারী বাংলাদেশ হাইকোর্ট বেঞ্চে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ডেপুটেশনে শ্রম আপীল আদালতের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন এবং শ্রম আইন, সামাজিক নিরাপত্তা আইন, শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ও উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত অনেক আন্তার্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন। রেডক্রস সোসাইটির প্রধান নির্বাহী হিসাবে তিনি এই সংস্থা পুনঃসংগঠিত, কার্যতঃ পুন-গঠিত করেন; আন্তার্জাতিক রেডক্রসের ভাবমূর্তি উন্নত করেন এবং বাংলাদেশ রেডক্রসের পরিধিতে বাংলাদেশ রেডক্রসের কয়েকটি জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম ও ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য বিপুলভাবে প্রশংসিত হন। তিনি সুইস রেডক্রসের অর্থানুকূল্যে তেলিগাতি রেডক্রস হাসপাতালসহ কয়েকটি পল্লী স্বাস্থ্য ও প্রসূতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রেডক্রস, মানবাধিকার আইন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তার্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে বাংলাদেশ রেড-ক্রসের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি ১৯৮০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক নিযুক্ত হন এবং ১৯৮১ সালের ১৫ই এপ্রিল তাঁর এই নিযুক্তি কনফার্ম করা হয়। চাকরি, নির্বাচনী বিরোধ ও শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি মামলায় তাঁর রায় ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে।

তিনি ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রু-য়ারীতে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জাতীয় বেতন কমিশনেরও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।